দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 05 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৩ ...

ফোকাস

শিক্ষাব্যাংক স্থাপন প্রসঙ্গে

ড. মো. আব্দুর রহমান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এদের কেউ শিক্ষক কেউ বা শিক্ষার্থী কেউ বা কর্মকর্তা-কর্মচারী। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং সামাজিক বাস্তবতায় এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার দাবী রাখে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশাকে মহান পেশা হিসেবে গণ্য করা হলেও শিক্ষক সমাজকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান করতে পারিনি। জাতীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে শিক্ষক সমাজকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা হলে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে এই শিক্ষক সমাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মহান সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার পূরণে নিষ্ঠা হারাতে পারে। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষা শেষে যারা শিক্ষকতা পেশায় আসেন বিশেষ করে যারা বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করেন তারা অবসরে যাওয়ার সময় উল্লেখ করার মতো তেমন কোন আর্থিক সুবিধা পান না। তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাদের উৎকণ্ঠার মধ্যে শেষ জীবন কাটাতে হয়। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রাম এবং শহরে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুষম নয়। বর্তমানে গ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। আর্থিক দুরবস্থার কারণে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীগণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এতে করে গ্রাম এবং শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং নিম্নবিত্ত/মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে দিন দিন বৈষম্য বেড়েই চলছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য অবশ্যই দূর করা প্রয়োজন। ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতে ১১.৯%, মালয়েশিয়ায় ২৯.৩%, থাইল্যান্ডে ৩৭.৩% এবং আমেরিকায় ৮৩.২% বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশে ৪% থেকে ৬% শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে– অথচ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) প্রফেশনাল উচ্চতর শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থীর ৪০% ছাত্র-ছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সামাজিকভাবে শিক্ষকদের সম্মান করা হলেও বাংলাদেশে আর্থিকভাবে তাদেরকে সচ্ছল রাখার জন্য অতীতে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণও করা হয়নি। জাতীয় পর্যায়ে হোক বা স্থানীয় পর্যায়ে হোক শিক্ষক সমাজ যে অবহেলিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমাদের অনেক জাতীয় ব্যর্থতার দায়ভার থেকে বের হয়ে আসতে হলে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ, একমাত্র শিক্ষকরাই পারেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের জন্য শিক্ষা প্রদান, উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের জন্য প্রচার করতে। এ মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এবং দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এক হয়ে কাজ করলে জাতীয় সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমরা মনে করি।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংকের মত শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়ন ব্যাংক' বা 'বাংলাদেশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। এরকম একটি ব্যাংক স্থাপন করতে হলে তার রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত এবং উদ্দেশ্যসমূহ কি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রস্তাবনা ও সুফলসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

১। বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজকে শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় বৃহত্তর উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার এবং উন্নয়নের কারিগরে পরিণত করা সম্ভব হবে। কারণ, এর ফলে শিক্ষকগণ নিজেরা সঞ্চয়ী হবেন এবং শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যানবেইসের ২০০৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কোটি ৭০ লাখ প্রায়। প্রতি শিক্ষক এবং প্রতি শিক্ষার্থী গড়ে মাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে মোট মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হয় ২ শত ৬৮ কোটি ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫শত টাকা। যার বার্ষিক পরিমাণ হয় ৩২ হাজার ২শত ২৬ কোটি ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা জ্যামিতিক হারে প্রতি বছর এই বিরাট অংকের টাকা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ বিপুল অর্থ শিল্পায়নে বিনিয়োগ করলে একদিকে যেমন জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে এবং অন্যদিকে এ আয় হতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মালিকানায় পরিচালিত এরূপ ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডারগণের আয় বৃদ্ধি পাবে।

২। বাংলাদেশে এরূপ শিক্ষক-শিক্ষার্থী উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপনের জন্য মূলধন গঠনের নিমিত্তে এই ব্যাংকের শেয়ার বাজারে ছাড়া হলে এবং এদেশের সকল স্তরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হলে একটি বিরাট মূলধন সংগ্রহ তেমন কঠিন হবে না। তাছাড়া, মূলধন সংগ্রহের বিষয়ে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসতে পারেন। সুশৃঙ্খলভাবে এ সঞ্চয় বৃদ্ধি করা গেলে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতি বছর বৃহত্তর পরিসরে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

৩। প্রত্যেক পিতা-মাতাই চায় তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান করতে এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অভিভাবকগণ অবশ্যই তার সন্তানদের জন্য মাসিক সঞ্চয় করতে পারেন। এভাবে একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তাকে যদি ব্যাংকে একটি সঞ্চয় হিসাব খুলে দেয়া যায় এবং তা যদি সর্বাধিক ২০ বছরের জন্য অভিভাবকগণ মাসে মাসে অর্থ জমা রাখেন তাহলে বিরাট অংকের অর্থ সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হবে। যখন একজন শিক্ষার্থী যে স্তরেই হোক না কেন তার শিক্ষা জীবন শেষ করলে সে তার অর্জিত সঞ্চয়ী অর্থ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা পাবে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা-জীবনের যে কোন পর্যায়ে ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে জীবনের ঝুঁকি এড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

৪। বৃটেনে রাষ্ট্রই যে কোন বয়সের মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সাশ্রয়ী সুবিধা প্রদান করে থাকে। এজন্য শিশুকালে চাইল্ড বেনিফিট, যৌবনে বেকার ভাতা, বার্ধক্যে পর্যাপ্ত পেনশন, বিধবাদের জন্য উইডো বেনিফিট দিয়ে থাকে। চাইল্ড বেনিফিট হিসাবে প্রথম সন্তানের জন্য ১৬.৫ পাউন্ড এবং ২য় সন্তানের জন্য ১১.৫ পাউন্ড করে মায়ের ব্যাংক একাউন্টে প্রতি সপ্তাহে জমা হয় এবং সন্তানের বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত সরকার নিয়মিতভাবে তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংক চালু করা গেলে গ্রাম বা শহরের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের একাউন্টে সরকারের পক্ষ থেকেও অনুরূপ চাইল্ড বেনিফিট প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া, বাংলাদেশে বয়স্কদের জন্য ভাতা, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা চালু করা হয়েছে যা এরূপ একটি ব্যাংকের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৫। এরূপ একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেলে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন স্তরের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীও এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হবে।

৬। প্রস্তাবিত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেলে এরূপ ব্যাংকের অর্থায়নে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তার আয়ের বিরাট একটি অংক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, উপ-বৃত্তি প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থা বা দেশীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসলে শিক্ষার্থীদের বিরাট অংশ সহজে বৃত্তি, উপ-বৃত্তি ভোগ করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অন্যদিকে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করে বৃত্তি/আর্থিক সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এবং দেশের ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এ খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশের কতিপয় ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য এনজিও সংস্থা তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বৃত্তি প্রদান করে থাকে। প্রস্তাবিত ব্যাংকের নীতিমালার মধ্যে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে আর্থিক সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে উপকারভোগী উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাবে।

৭। এরূপ ব্যাংকের আওতাধীনে ২৪ ঘন্টাব্যাপী টিভি চ্যানেল চালু করা যেতে পারে। যাতে করে এদেশে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন সহজতর হবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণজনগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

৮। বাংলাদেশে ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং আরো কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণসহ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উদ্যোগী হলে এ ধরনের একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে এবং এরূপ ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের অংশীদারিত্বে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানব সম্পদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর এজন্যে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন অনস্বীকার্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শ্রমের গতিশীলতা, মানবীয় মূলধনের প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন অথবা নিরূপণের বিষয়টি সার্বিকভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। দেশের নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় ও আয়ের প্রবৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে শিক্ষার অবদান কম নয়। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মানবীয় মূলধন গঠনের নিমিত্তে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য-শিক্ষা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থাপনায়, মানবীয় মূলধন গঠনের অংশীদারিত্বে সকলের ঐকমত্য ও উদ্যোক্তাদের সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে এ ধরনের একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

❒ লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী উন্নয়ন সংস্থা